

صلوا كما رأيتموني أصلي. (رواه البخاري):

“তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখ
ঠিক সেভাবে সালাত আদায় কর।” (বুখারী: ৫৯৫)

প্রানবন্ত সালাতঃ ৬ষ্ঠ পর্ব

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



আসসালামু'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি
ওয়া বারাকাতুহ



সালাতের শর্ত অর্থাৎ যে কাজগুলো ছাড়া সালাত গ্রহন হবে না। যে কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে। ইচ্ছে করে বাদ গেলে সালাত হবে না। অনিচ্ছাকৃত ভুল হলে সেটি সংশোধন করে সহ সাজদাহ দিতে হবে।

সালাতের শর্তের মাঝে আহকাম ও আরকান দুই ভাগ করা হয়েছে, যা সালাত শুরু পূর্বে ও সালাত শুরুর সময়।

* মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলি-কণায় পরিণত করব।’ (সূরা আল-ফুরকান : ২৩)

* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يكبر.

(১৩৪৩) (رواه الترمذي)

তিন ব্যক্তি দায়মুক্ত, তাদের কোন গুনাহ লিখা হয় না।

ক-ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত।

খ-পাগল সুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

গ-ছোট বাচ্চা বড় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। (তিরমিযি:১৩৪৩)

* হে মুমিনগণ ! যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হও তখন তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলোকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসেহ কর এবং পা-গুলোকে টাখনু অবধি ধুয়ে ফেল।’ (মায়োদাহ:৬)

সালাতের শর্ত :

- ১। ইসলাম গ্রহণ
- ২। বুঝার বয়সে উপনীত হওয়া
- ৩। হুঁশ-জ্ঞান থাকা

ক) সালাতের আহকাম সমূহঃ

আহকাম শব্দটি বহুবচন, একবচনে হুকুম। এগুলো হলো সালাতের বাইরের ফরয সালাতের শর্তসমূহকে আহকাম বলা হয়ে থাকে। সালাতের আহকাম সাতটিঃ

১. শরীর পাক (গোসল ফরয হলে আগে গোসল করে নিতে হবে, অযু করা),
২. পোশাক পাক,
৩. জায়গা পাক,
৪. সময় হওয়া (ওয়াক্ত হওয়া)
৫. সতর ঢাকা, (পুরুষের সতর নাভি হতে হাটুর নীচ। মেয়েদের ক্ষেত্রে মুখ-মন্ডল ও দু-হাতের কবজি ছাড়া সবস্তু শরীর ঢেকে রাখাই সতর। গায়ের মাহরাম লোকের সামনে চেহারা ঢেকে রাখবে।
৬. কিবলামুখী হওয়া,
৭. নিয়ত করা।

• * আল্লাহ বলেন :

(٥١) يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الأعراف)

‘হে আদম সন্তান ! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছেদ গ্রহণ কর কর।’ (আ’রাফ:৩১)

(٥٣) إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا (النساء) *

‘নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত’। (নিসা:১০৩)

• আল্লাহ তা’আলা বলেন :

‘নিশ্চয় আমি আকাশের দিকে তোমার মুখমন্ডল উত্তোলন অবলোকন করছি। তাই আমি তোমাকে ঐ কিবলামুখীই করব যা তুমি কামনা করছ। অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখমন্ডল ফিরিয়ে নাও। এবং তোমরা যেখানেই আছ তোমাদের মুখ সে দিকেই প্রত্যাবর্তিত কর।’

* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

(٥١) إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى... (رواه البخاري)

‘বান্দার সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক মানুষ তার নিয়ত অনুসারেই তার বিনিময় পাবে।’ (বুখারী:০১)



আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আল্লাহ তাআলা খিমার পরিধান করা ব্যতীত কোন প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর নামায কবুল করেন না।” [সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযি, আলবানি সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

মহিলাদের লেবাসে চুল, পেট, পিঠ, হাতের কজির উপরি ভাগের অঙ্গ (কনুই, বাহু প্রভৃতি) বের হয়ে থাকলে নামায হয় না। কেবল চেহারা ও কজি পর্যন্ত হাত বের হয়ে থাকবে। পায়ের পাতাও ঢেকে নেওয়া কর্তব্য। (মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়াহ্ ১৬/১৩৮, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ্, ৭

সউদী উলামা-কমিটি ১/২৮৮, কিদারেমী, সুনান ৯৪পৃ:) অবশ্য সামনে কোন বেগানা পুরুষ থাকলে চেহারাও ঢেকে নিতে হবে।

ঘর অন্ধকার হলেও বা একা থাকলেও নামায পড়তে পড়তে ঢাকা ফরয এমন কোন অঙ্গ প্রকাশ পেয়ে গেলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। সেই নামায পুনরায় ফিরিয়ে পড়তে হবে। (ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ্, সউদী উলামা-কমিটি ১/২৮৫) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা ইরশাদ করেন-

যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত কাপড় ঝুলিয়ে রাখে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। তখন উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে মহিলারা তাদের কাপড়ের ঝুল কীভাবে রাখবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক বিষত ঝুলিয়ে রাখবে। উম্মে সালামা বললেন, এতে তো তাদের পা অনাবৃত থাকবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে এক হাত ঝুলিয়ে রাখবে, এর বেশি নয়। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪১১৭; জামে তিরমিযী ৪/২২৩; সুনানে নাসাঈ ৮/২০৯; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১১/৮২ ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসে নারীর জন্য কাপড় ঝুলিয়ে রাখার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। কারণ এটিই তাদের জন্য অধিক আবৃতকারী।



দু পায়ের পাতা/পিঠ ঢাকা কি জরুরি?

এ ব্যাপারে বিজ্ঞ ওলামাদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। তবে হাদীসের আলোকে দু পায়ের পিঠ ঢাকা অধিক অগ্রাধিকারযোগ্য মত।

এ ব্যাপারে হাদীস হল: উম্মে সালামা রা. বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন মহিলা

কি কেবল একটি লম্বা ঝুলওয়ালা জামা ও একটি ওড়না পড়ে নামায পড়তে পারে যদি তার পরনে লুঙ্গী (কোমর থেকে

নিম্নাংশের দিকে ঝুলিয়ে পড়ার মত কাপড়) না থাকে?

তিনি বলেন, “যদি উক্ত লম্বা জামাটি তার দুপায়ের পিঠদ্বয় ঢাকে (তাহলে এই পোশাকে সালাত আদায় করতে পারে)।”

[সুনান আবু দাউদ, হা/৬৪০]

সতরের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে; গোপন করা বা ঢেকে রাখা। যে অঙ্গ সমূহকে ঢেকে রাখা আবশ্যিক, সেগুলোকে “আওরাত” বলা হয়। আর সমষ্টিগত ভাবে ঢেকে রাখার এই কর্মকে “সতরে আওরাত” (অর্থাৎ গোপনীয় অঙ্গ সমূহকে ঢেকে রাখা) বলা হয়।

সালাতে পুরুষদের ন্যূনতম সতর হল, দু কাঁধ এবং নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। অর্থাৎ সর্ব নিম্ন এতটুকু ঢাকা থাকা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। অবশ্য কাঁধ ঢাকা শর্ত কি না এ ব্যাপারে সম্মানিত ফকিহদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। তবে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে সালাতে দু কাঁধ ঢাকার মতটি অধিক শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ যেন কাঁধ খোলা রেখে এক কাপড়ে সালাত আদায় না করে।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে:

আবু হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ এক কাপড়ে সালাত আদায় করলে সে যেন কাপড়ের ডান পাশকে বাম কাঁধের উপর এবং বাম পাশকে ডান কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখে।” (সহীহ মুসলিম)

এ হাদীসদ্বয় থেকে দু কাঁধ ঢাকার মতটি অধিক শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হয়। অবশ্য যে সকল ফকিহগণ কাঁধ ঢাকার বিষয়টিকে আবশ্যিক মনে করে না তাদের মতে, কাঁধ ঢাকা সালাতের একটি সৌন্দর্য বা আদব মাত্র; এর বেশি নয়। যা হোক, একান্ত জরুরি পরিস্থিতির শিকার না হলে ইচ্ছাকৃতভাবে দু কাঁধ খোলা রেখে সালাত আদায় করা ঠিক নয়।



ইচ্ছাকৃতভাবে কোন একটা রুকন ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যায়। আর ভুলে বাদ পড়লে, বাদ পড়া রুকন আদায় করে, সালাত শেষে সালামের আগে বা পরে সাহ্ সিজদা দিতে হয়।

খ) সালাতের রুকন:(আরকান সমূহ)

- একবচনে রুকন ও বহুবচনে আরকান। এগুলো হলো নামাযের ভেতরের ফরয। এর সংখ্যা নিয়েও আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বিজ্ঞ ফকীহগণের মতে, সালাতের রুকন ১০টি
১. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় (ফরয সালাতে সক্ষম অবস্থায়)
 ২. তাকবীরে তাহরীমা (প্রথম তাকবীর-আল্লাহ্ আকবার)
 ৩. সূরা ফাতিহা পাঠ (প্রত্যেক রাকাআতে)
 ৪. রুকু করা এবং রুকু থেকে উঠা।
 ৫. সিজদা এবং সিজদা থেকে উঠা।
 ৬. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক।
 ৭. শেষ বৈঠক ও তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়া।
 ৮. রুকনগুলো ধীরস্থিরভাবে আদায় করা।
 ৯. রুকন আদায়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা (অর্থাৎ ক্রমধারা অনুযায়ী একের পর এক রুকনগুলো আদায় করা)
 ১০. সালাম ফেরানো (ডানে ও বামে)।

ইচ্ছাকৃতভাবে কোন একটা ওয়াজিব ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যায়। আর ভুলে বাদ পড়লে, সালাত শেষে সালামের আগে বা পরে সাহ্ সিজদা দিতে হয়।

সালাতের ওয়াজিবসমূহঃ

নামাযের ওয়াজিব আটটি, সেগুলো হচ্ছে-

- ১। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য তাকবীরগুলো বলা।
- ২। ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর ‘সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদা’ (যারা আল্লাহর প্রশংসা করেছেন আল্লাহ তাদের প্রশংসা শুনেছেন) বলা।
- ৩। ‘রাব্বা-না লাকাল হামদ’ (হে আমাদের রব্ব! প্রশংসা আপনারই জন্য) বলা।
- ৪। রুকুতে গিয়ে ‘সুবহানা রাব্বিআল আযিম’ (পবিত্রতা আমার সুমহান রব্বের জন্য) বলা।
- ৫। সেজদাতে গিয়ে ‘সুবহানা রাব্বিআল আ’লা’ (পবিত্রতা আমার সুউচ্চ রব্বের জন্য) বলা।
- ৬। দুই সেজদার মাঝখানে ‘রাব্বিগ ফির লি’ (হে আমার রব্ব! আমাকে ক্ষমা করুন) বলা।
- ৭। প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পড়া।
- ৮। প্রথম বৈঠক।

সালাতের সময়ের বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ :

ফযরের সালাতের সময় : সুবহে সাদেক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

যোহরের ওয়াক্ত : সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলা থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি বস্তুতর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত।

আছরের সালাতের সময় : প্রতিটি বস্তুতর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া থেকে আরম্ভ করে দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত।

মাগরিবের সময় : সূর্যাস্ত থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম আকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত।

ইশার সালাতের সময় : লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর অর্ধরাত্রি পর্যন্ত।

তিন প্রকার ভুলের কারণে সাহু সিজদাহ দেওয়া ওয়াজিব।

প্রথম কারণ হলোঃ

ফরজ সালাতের মধ্যে যদি কেউ কোনো ওয়াজিব অথবা কোনো ফরজ কাজ অনিচ্ছাকৃতভাবে বৃদ্ধি করে, তাহলে তার ওপর সিজদাহে সাহু আসবে। যেমন : তিনি প্রথমবার রুকু করেছেন, আবার দ্বিতীয়বারও রুকু করে ফেলেছেন অথবা তিনি প্রথমবার সিজদাহ দিয়েছেন, দ্বিতীয়বারও দিয়েছেন, আবার তৃতীয়বারও সিজদাহ দিয়ে ফেলেছেন। বেশি করে ফেলেছেন।

দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরিয়ে ফেলেছেন। যদি চার রাকাত নামাজ হয়, তাহলে চতুর্থ রাকাতে সালাম ফেরাবেন।

দ্বিতীয় কারণঃ দ্বিতীয় রাকাতে কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে বসলেন না, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, ওয়াজিব আদায় করলেন না, এই কারণে তিনি সিজদাহে সাহু দেবেন। তাহলে বোঝা গেল, একটি হলো বৃদ্ধির কারণে, অন্যটি হলো ছেড়ে দেওয়ার কারণে।

তৃতীয় কারণঃ কোনো কারণে সালাতের ওয়াজিব ও রোকনের ক্ষেত্রে সন্দেহ তৈরি হলে, তখন এই সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি ইয়াকিনের ওপর নির্ভর করবেন। যেমন : সন্দেহ তৈরি হয়েছে, তৃতীয় রাকাত আদায় করেছেন না, দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেছেন। তখন তিনি দ্বিতীয় রাকাত ধরে নিয়ে তৃতীয় রাকাত নিশ্চিত করবেন এবং সাহু সিজদাহ দেবেন।

সাহু সাজদাহ

সালাতে السهو শব্দের অর্থ ভুলে যাওয়া।

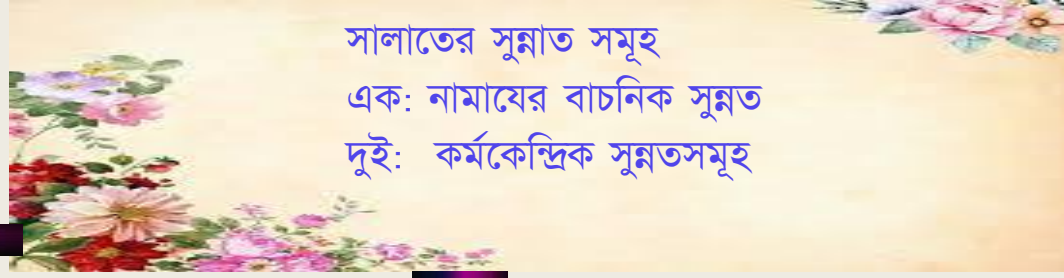
সালাতে ভুলে বেশি বা কম করলে বা সন্দেহ হলে সাহু সাজদাহ দেওয়া শরী‘আতসম্মত। সালামের আগে বা পরে সাহু সাজদাহ দিতে হয়।

সিজদা সাহু করার সঠিক নিয়মঃ আপনি ২ রাকাত বা ৪ রাকাতের শেষ বৈঠকে বসবেন। আত্তাহিয়্যাতে পড়ে দুর্দ শরীফ, দুয়া মাসুরা পড়বেন। এর পর কোনো সালাম না ফিরিয়ে আপনি অতিরিক্ত দুইটা সিজদা দিবেন, প্রত্যেকবার তাকবীর দিবেন সিজদার সময়ে আর, সিজদার তাসবীহ সুবহা’না রাব্বিয়াল আ’লা পড়বেন। পরে দুইদিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সমগ্র খণ্ড-২ (৬/১০) তে এসেছে- যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সাহু সিজদা ছেড়ে দেয় তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে। আর যদি ভুলক্রমে কিংবা অজ্ঞতাবশত ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে না। তার নামায সহিহ।



সালাতের বাচনিক সুন্নত ১১টি



সালাতের সুন্নত সমূহ

এক: নামাযের বাচনিক সুন্নত

দুই: কর্মকেন্দ্রিক সুন্নতসমূহ

সালাতের কর্মকেন্দ্রিক সুন্নতসমূহ

সালাতের বাচনিক সুন্নত ১১টি; সেগুলো হচ্ছে-

১। তাকবীরে তাহরীমার পর সানা দু'আ বলা। ('সুবহানাকাল্লাহুমা ওয়া বি হামদিকা, ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদুকা, ওয়া লা ইলাহা গায়রুক' (অর্থ- হে আল্লাহ! আপনি পাক-পবিত্র, সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনার নাম মহিমাম্বিত। আপনার মর্যাদা সমুন্নত। আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই।)

২। আউযুবিল্লাহ পড়া।

৩। বিসমিল্লাহ পড়া।

৪। 'আমীন' বলা।

৫। সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা পড়া।

৬। ইমামের জন্য উচ্চস্বরে কিরাত পড়া।

৭। মোক্তাদি ছাড়া অন্যদের জন্য 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদা' বলার পর এই দোয়াটি পড়া 'মিলআল সামাওয়াতি, ওয়া মিলআল আরযি, ওয়া মিলআ মা শি'তি বাদ' (অর্থ- হে আল্লাহ! আপনার জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আসমান ভর্তি করে দেয়, যা জমিন ভর্তি করে দেয় এবং এগুলো ছাড়া অন্য যা কিছু আপনি চান সেটাকে ভর্তি করে দেয়)। [তবে, সঠিক মতানুযায়ী এ দোয়াটি পড়া মোক্তাদির জন্যেও সুন্নত]।

৮। রুকুর তাসবীহ একবার পড়ার পর অতিরিক্ত যতবার পড়া হয়। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার কিংবা আরও যত বেশি বার পড়া হোক না কেন?

৯। সেজদার তাসবীহ একবারের বেশি যতবার পড়া হোক।

১০। দুই সেজদার মাঝখানে একবারের বেশি যতবার 'রাব্বিগ ফির লি' পড়া যায়।

১১। শেষ বৈঠকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর দরুদ পড়া এবং এরপর দোয়া করা।

১। তাকবীরে তাহরীমার সময় হাতদয় উত্তোলন করা।

২। রুকুর সময় হাতদয় উত্তোলন করা।

৩। রুকু থেকে উঠার সময় হাতদয় উত্তোলন করা।

৪। হাত উঠিয়ে সাথে সাথে নামিয়ে ফেলা।

৫। বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখা।

৬। সেজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।

৭। দাঁড়ানো অবস্থায় দুই পায়ের মাঝখানে খালি রাখা।

৮। রুকু অবস্থায় হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা রেখে দুই হাত দিয়ে হাঁটু আঁকড়ে ধরা, পিঠ প্রসারিত রাখা এবং পিঠ ও মাথা এক বরাবরে রাখা।

৯। সেজদা অবস্থায় হাঁটুদয় ছাড়া সেজদার অন্য অঙ্গগুলোকে ভূমির সাথে সঁটে রাখা।

১০। সাজদাতে দুই পার্শ্ব থেকে হাতের বাহুদয়, দুই উরু থেকে পেট, দুই উরু থেকে পায়ের গোছা ফাঁকা করে রাখা। দুই হাঁটুর একটি অপরটি থেকে দূরে রাখা। দুই পা খাড়া করে রাখা। পায়ের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা করে ভূমির ওপর রাখা। দুই হাত কাঁধ বরাবর রেখে আঙ্গুলগুলো একটি অপরটির সাথে মিলিয়ে জমিনের ওপর বিছিয়ে রাখা।

১১। দুই সেজদার মাঝখানে ও প্রথম বৈঠকের সময় পায়ের পাতার ওপর বসা। আর দ্বিতীয় বৈঠকের সময় পাছার ওপর বসা।

১২। দুই সেজদার মাঝখানে বসার সময় উরুর ওপর হাতের তালু বিছিয়ে রাখা, হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা। তাশাহুদের বৈঠকের সময়েও একই পদ্ধতিতে রাখা। তবে, তাশাহুদের সময় কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল গুটিয়ে রাখা, মধ্যমা ও বৃদ্ধা অঙ্গুলি দিয়ে বৃত্তাকার আকৃতি তৈরী করা এবং তর্জনী অঙ্গুলি দিয়ে 'আল্লাহকে স্মরণ' করার সময় ইশারা করা।

১৩। সালাম দেয়ার সময় ডান দিকে ও বাম দিকে ফিরে তাকানো।

রুকন-১ কিয়াম বা দাঁড়ানো

রুকন-২ তাকবীরে ইহরাম বা তাহরিমা
(আল্লাহ আকবার)

রুকন-৩ সূরা ফাতিহা পাঠ (প্রত্যেক রাকাতাতে)

সূন্বাহঃ দুই হাত কাঁধ বা কান বরাবর উঠানো।
(তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে
উঠার সময় এবং আত্তাহিয়্যাতুর প্রথম বৈঠক
থেকে উঠার সময়।) (বুখারী: ৬৯৯ ইফা.)।
কখন হাত তুলতে হয় বলতে হয়ঃ নিচের
যেকোন এক সময় করা যায়-

ক। আগে হাত তুলে তারপর আল্লাহ্ আকবর বলা,

খ। একই সাথে দুটো কাজ করা,

গ। আল্লাহ্ আকবর বলার পর হাত তোলা

রাসূলুল্লাহ (স) হাত উঠিয়ে ‘আল্লাহ্
আকবার’ বলে তাকবীর দিয়েছেন
(বুখারী: ৭৩৭, ইফা ৭০১)।

দাঁড়ানো অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স.)-এর
দৃষ্টি থাকত সিজদার স্থানে, আর বসার
সময় তিনি ডান হাতের শাহাদাত
অঙ্গুলির দিকে নজর রাখতেন (সুনানে
নাসাঈ: ১২৭৫, ১১৬০)।



দু'পায়ের মাঝে ফাঁকা রাখার
পরিমাণঃ এ বিষয়ে সরাসরি কোন
হাদীস খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক
মুসল্লি স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াবে। কেউ
কেউ দু'পায়ের মাঝে চার আঙুল
পরিমাণ ফাঁকা রাখাকে সুন্নাত মনে
করে। অথচ চার আঙুল ফাঁকা রাখার
কোন কথা হাদীসে নেই।





বাঁ হাতের পিঠ, কজি ও বাজুর উপর ডান হাত রাখুন,

ত্বাউস (রাঃ) বলেন,
রাসূল (ছাঃ) ছালাতের
মধ্যে তাঁর ডান হাত
বাম হাতের উপর
রাখতেন এবং উভয়
হাত বুকের উপর
শক্ত করে ধরে
রাখতেন।
আবুদাউদ হা/৭৫৯,
সনদ ছহীহ।



অথবা

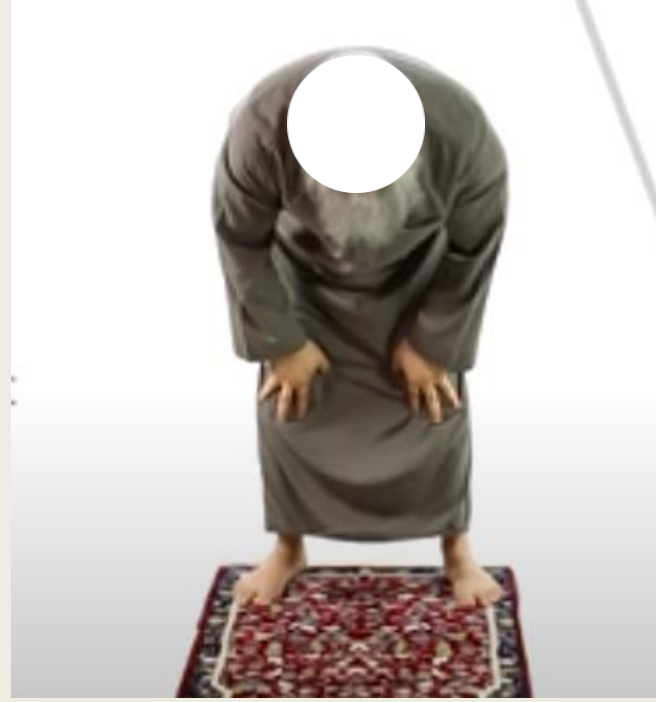
ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত ধরুন।

এ ভাবে হাত দুটি বুকের উপর রাখুন। অনেকে নাভী বা পেটের উপরে রেখে থাকেন। এইক্ষেত্রেও হাদীস আছে তবে দুর্বল। তবে জোড়ালো সহীহ বক্তব্য বুকের উপর রাখা। তবে এটা অবশ্যই দাঁড়ানো অবস্থার জন্য।

- * সানা বা গুরুর দু'আ পাঠ করুন। দু'আ উল ইস্তিফতাহ, এটা পড়া সুন্নাহ।
- * বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। -সুন্নাহ
- বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম।-সুন্নাহ
- সূরা ফাতিহা পাঠ – রুকন
- “আমীন” বলা- সুন্নাহ

হযরত জাবির রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন নামাযরত ব্যক্তির নিকট দিয়ে গমন করছিলেন, যিনি ডান হাতের উপর বাম হাত রেখে নামায পড়ছিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত খুলে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৫০৯০

হযরত হুলাব আততুয়ী রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমাম হতেন এবং তাঁর ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতেন। كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله. رواه الترمذي وقال : حديث حسن. -জামে তিরমিযী ১/৩৪; ইবনে মাজাহ ৫৯



রুকু অবস্থায় দুহাত(হাতের তালু) দুহাঁটুর উপর দৃঢ়ভাবে রেখে, হাতের আঙুল ফাঁক করে হাঁটু আঁকড়ে ধরতে হবে। দুবাহুকে ও দুহাতের কনুইকে দেহ থেকে সরিয়ে রাখতে হবে। এ অবস্থায় পিঠ লম্বা করে দিতে হবে, পিঠ কোমর ও মাথা এমন ভাবে সোজা ও সমান্তরাল থাকবে যে পিঠের উপর পানি ঢেলে দিলে তা গড়িয়ে পড়বে না। এ ভাবে রুকুতে পুরোপুরি শান্ত ও স্থির হয়ে যেতে হবে। এইক্ষেত্রে মাথা উপরের দিকে খাড়া বা বেশী নীচের দিকে নীচু হয়ে যাবে না। মাঝামাঝি অবস্থায় থাকবে।

এই সময় দৃষ্টি কোথায় রাখবে, রাসূল সা এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে বলে দেন নি। তবে স্কলারদের বক্তব্য দৃষ্টি থাকবে দাঁড়ানো জায়গা ও সাজদাহর জায়গার মাঝামাঝি অথবা দুই পায়ে মাঝামাঝি জায়গাতে(শায়েখ আলবানী রহ)।

রুকুর তাসবীহ سبحان ربي العظيم সুবহানা রব্বিয়াল আযীম একবার বলা ওয়াজিব। বেশী পড়া সুন্নাহ।

রুকু থেকে উঠার(রুকন) সময় বলতে হবে سمع الله لمن حمده সামিয়াল্লাহুলিমান হামীদাহ(ওয়াজিব), পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ান ও বলা ربنا لك الحمد রব্বানা লাকাল হামদ(ওয়াজিব)। রুকু থেকে উঠে পুরোপুরি সোজা (রুকন) হয়ে না দাঁড়িয়ে সাজদায় চলে গেলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।



সালাত আদায়কালে চারটি সময়ে রাফউল ইয়াদায়েন করা অন্যতম সুন্নাহ।

- (১)তাকবীরে তাহররীমার সময়
- (২) রুকুতে যাওয়ার সময়
- (৩) রুকু হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময়
- (৪) তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট ছালাতে প্রথম বৈঠক শেষে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে বুকু হাত বাঁধার সময়।

এরপর “আল্লাহ আকবার”(ওয়াজিব) বলতে বলতে রুকু করুন (রুকন)। তাকবীর বলতে হবে রুকুতে যেতে যেতে।(তাকবীর অফ মুভমেন্ট) এই তাকবীর বলা ওয়াজীব।

রুকুতে যাওয়ার আগে হাত তোলা(রেফে ইয়াদাইন) সুন্নাহ।

রাফউল ইয়াদায়েনের অর্থ দু’হাত উঁচু করা। এটি আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পনের অন্যতম নিদর্শন।’

Sahih Al-Bukhari 738

Sahih Al-Bukhari 739

Sahih Muslim 390

Abu Dawood 741





দুহাতের পাতা দুকাঁধ বরাবর থাকবে। (এইভাবেও করা যায়)



ইবনু 'আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ইরশাদ করেছেনঃ আমি সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজদা করার জন্য নির্দেশিত হয়েছি। কপাল দ্বারা এবং তিনি হাত দিয়ে নাকের প্রতি ইশারা করে এর অন্তর্ভুক্ত করেন, আর দু' হাত, দু' হাঁটু এবং দু' পায়ের আঙ্গুলসমূহ দ্বারা। আর আমরা যেন চুল ও কাপড় গুটিয়ে না নেই। সহিহ বুখারিঃ (৮০৯) (আ প্র ৭৬৭, ই ফা ৭৭৫) নামাজের অবস্থায় সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করা অপরিহার্য বা ওয়াজিব। আর এই সাতটি অঙ্গ হলো: নাক সহ কপাল, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ। কেউ যদি সিজদার সাতটি অঙ্গের মধ্যে থেকে কোন একটি অঙ্গ ব্যতীত বা ব্যতিরেকে সিজদা করে, তাহলে তারও নামাজ সঠিক হবে না।



এরপর আল্লাহ্ আকবার বলতে বলতে শান্তভাবে সাজদা(রুকন) করবেন। সাজদা করার সময় প্রথম দুহাঁটু এরপর দুহাত অথবা প্রথম দুহাত এরপর দুহাঁটু মাটিতে রাখা- উভয় প্রকার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

সাজদা অবস্থায় দুপা, দুহাঁটু, দুহাত, কপাল ও নাক মাটিতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকবে। দুহাতের আঙুল মিলিত অবস্থায় সোজা কিবলামুখি থাকবে। দুহাতের পাতা দুকানের নিচে অথবা দুকাঁধের নিচে থাকবে। দুহাতের বাজু ও কনুই মাটি থেকে উপরে থাকবে এবং কোমর থেকে দূরে সরে থাকবে। সাজদার সময়ে নাক মাটি থেকে উঠবে না। হাদীসে বলা হয়েছে: “যতক্ষণ কপাল মাটিতে থাকবে, ততক্ষণ নাকও মাটিতে থাকবে, অনথ্যায় সালাত শুদ্ধ হবে না।” সুনানুদ দারাকুতনী ১/৩৪৮, তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ২২/১০৫।

আয়েশা (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) তাহাজ্জুদ আদায় করছিলেন। আমি অন্ধকারে হাত বাড়ালাম,

فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقْبِيهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ

“আমি স্পর্শ করে দেখলাম তিনি সাজদায় রত, তাঁর পায়ের গোড়ালিদ্বয় একত্রিত করে পায়ের আঙুলগুলির প্রান্ত কিবলামুখি করে রেখেছেন। ইবন খুযাইমা, আস-সহীহ ১/৩২৮ (নং ৬৫৪); হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৩৫২। হাদীসটি সহীহ।----- সুন্নাহ



দুহাতের পাতা দু'কান বরাবর (এইভাবেও করা যায়)



সিজদার সময় দুই পায়ের মধ্যখানে ফাক না রেখে একত্রে মিশিয়ে পা দুটি খাড়া করে রাখা। (মুসলিম: ৪৮৬)।



সাজদাহর তাসবীহ سبحان ربي الأعلى সুবহানা রুকিয়াল আ'লা একবার বলা ওয়াজীব। বেশী পড়া সুন্নাহ। এরপর দু'আ করা, যেকোন দু'আ করা যাবে।



আবু বাকর ইবনু আবু শায়বা (রহঃ) ... আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সিজদার সময় অংগসমূহ সঠিক রাখবে-কুকুরের মত দুই হাত বিছিয়ে দিবে না। সহীহ মুসলিমঃ ৯৮৫

সাজদাহ অবস্থায় আশে পাশে জায়গা নিয়ে সমস্যা থাকলে হাতকে একটু ভিতরে হাটুর উপর বা ভিতরে নিয়ে আসতে পারেন, তবে কোন অবস্থাতেই মাটিতে হাত বিছিয়ে দিবে না।



আনাস ইবনু মালিক (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সিজদায় (অঙ্গ প্রত্যঙ্গের) সামঞ্জস্য রক্ষা কর এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দু' হাত বিছিয়ে না দেয়, যেমন কুকুর বিছিয়ে দেয়। সহীহ বুখারী (২৪১) (আ প্র ৭৭৬, ই ফা ৭৮৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সেজদাতে বান্দা আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয়ে যায়। তোমরা এতে বেশি বেশি দোয়া কর।" (সহিহ মুসলিম : ২১৫)

"তোমরা সেজদাতে খুব দোয়া কর। এ দোয়াই কবুল হওয়ার ব্যাপারে বেশি আশা করা যায়। "

(সহিহ মুসলিম : ২০৭)

“তোমরা শুনে রেখ ! আমাকে নিষেধ করা হয়েছে রুকু অবস্থায় কিরাআত থেকে এবং সিজদা অবস্থায় কিরাআত থেকে। রুকুতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা কর। আর সিজদায় তোমরা দু'আ করতে চেষ্টা কর। তোমাদের জন্য দু'আ কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময় এটাই।” (সুনান নাসাঈ হ/১১২০-সহীহ)

আর সেজদাহ অবস্থায় তাসবীহগুলো পাঠ করার পাশাপাশি হাদীসে বর্ণিত দু'আগুলো পাঠ করার চেষ্টা করতে হবে। অনুরূপভাবে কুরআনে বর্ণিত দু'আগুলোও পড়া জায়েয রয়েছে। তবে তা পড়তে হবে দু'আর নিয়তে; তেলাওয়াতের নিয়তে নয়।



ইফতিরাশ (দুই সাজদাহর মাঝে বসার অবস্থাকে বলা হয়) যা নিম্নরূপঃ

বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর শান্ত হয়ে বসতে হবে। ডান পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী করে পা সোজা রাখতে হবে। এই অবস্থাকে ইফতিরাশ বলা হয়। দু হাত দু উরু ও হাঁটুর উপরে থাকবে। আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক সামান্য ফাঁক অবস্থায় কিবলামুখী থাকবে। এ সময়ে মাসনূন যিকর পাঠ করুন।

“আল্লাহ আকবার” বলতে বলতে সাজদা থেকে উঠে বসতে হবে এবং সম্পূর্ণ স্থির হতে হবে যেন শরীরের সকল অঙ্গ নিজ নিজ স্থানে স্থির হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, সালাত শুদ্ধ হতে হলে দুসাজদার মাঝে অবশ্যই স্থির হয়ে বসতে হবে।

আবু দাউদ (কিতাবুস সালাত, বাব.. মান না ইউকীমু সুলবাহ) ১/২২৪-২২৭ মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৬৮, সহীহ ইবনু খুযাইমা ১/৩২২।

دُوَيْ سَاجِدَاتِهِ مَازَالَهُ يَجْلِسُ فِيهَا وَجِلْبَابًا

রাসূলুল্লাহ সা. যতক্ষণ রুকু এবং সাজদায় থাকতেন রুকু থেকে দাঁড়িয়ে ও দু সাজদার মাঝে বসে প্রায় তত সময় কাটাতেন। বুখারী (১৬-কিতাব সিফাতিস সালাত, মুসলিম (৪-কিতাবুস সালাত, এখানে নারীর ক্ষেত্রে পা ঢাকা থাকবে।



জালসা আল ইস্তিরাহাঃ দ্বিতীয় রাক'আতে উঠার আগে দুই সাজদাহর পর একটু বসা যেনো সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্দিষ্ট জায়গায় আসতে পারে, এটা করা সুন্নাহ।

HE HELD
TWO OF HIS
FINGERS
TOGETHER
AND MADE
A CIRCLE.

Sunan An-Nasa'i 890

Sunan Abu Dawood 726



প্রথম বৈঠক ও ১ম
তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব।

১ম পদ্ধতিঃ
বৈঠকে ডান হাতের কনিষ্ঠা ও
অনামিকা আঙ্গুল দুটি গুটিয়ে রেখে
বৃদ্ধা ও মধ্যমা অঙ্গুলিকে গোলাকার
করে ধরে শাহাদাত বা তর্জনী অঙ্গুলি
কাবামুখী করে ইশারা করা। (ইবনে
মাজাহ: ৯১২)



যে সালাতে মাত্র একবার তাশাহুদ পড়া হয় সে বৈঠকে 'ইফতিরাশ করা, আর
যে সালাতে দুই বার তাশাহুদ পড়া হয় এমন সালাতের শেষ বৈঠকে
তাওয়াররুক' করা।

আভাহিয়্যাতু-এর প্রথম বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসে ডান পা খাড়া করে রাখা।
(মুসলিম:৪৯৮)

২য় পদ্ধতিঃ

বাম হাত স্বাভাবিকভাবে
বাম উরু বা হাঁটুর উপর
বিছানো থাকবে। ডান হাত
ডান উরুর উপর থাকবে,
ডান হাতের আঙ্গুলগুলো মুঠি
করে শাহাদাত আঙ্গুলী বা
তর্জনী দিয়ে তাশাহুদ ও
দু'আর সময় কিবলার দিকে
ইঙ্গিত করা সুন্নাত। চোখের
দৃষ্টি ইঙ্গিতরত তর্জনীর
দিকে থাকবে।



বসা অবস্থায় দৃষ্টি ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি অতিক্রম না
করা। (নাসাঈ: ১২৭৫, ১৬৬০)

...AND CLOSED
ALL HIS FINGERS &
POINTED WITH THE
HELP OF FINGER
NEXT TO THE
THUMB.

Sahih Muslim 580c





শেষ বৈঠকে তাশাহুদ, দরুদ ও দু'আ পাঠ করতে হবে।

তাওয়ারুক হচ্ছেঃ

তাশাহুদের শেষ বৈঠকে বসার সময় বাম পা'কে ডান পায়ের নীচে বের করে দিয়ে নিতম্ব জমিনে রেখে তাঁর উপর বসা এবং ডান পা'কে খাড়া রাখা। (ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্ন নং ২৫৬)

“বাম হাতের তালু দ্বারা হাঁটুকে আবৃত করে ধরতেন এবং এর উপর নির্ভর করতেন। মুসলিম ও আবু আওয়ানাহ।

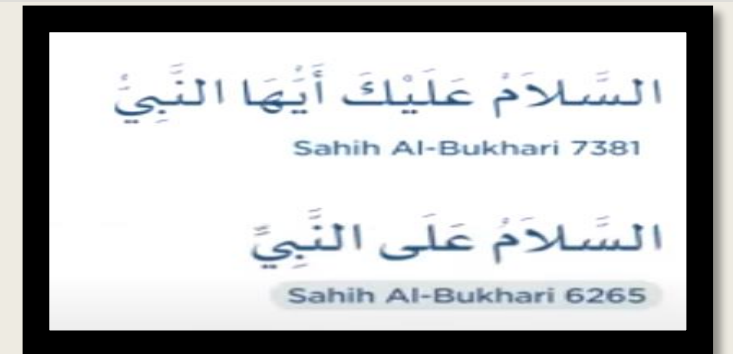
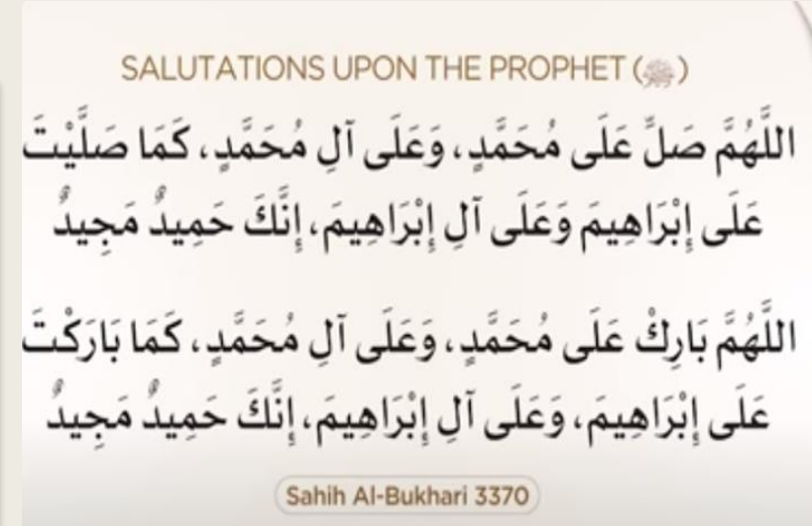
নবী মুবাশ্শির ﷺ বলেন, “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ(শেষ) তাশাহুদ সম্পন্ন করবে, তখন সে যেন আল্লাহর নিকট চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এরপর সে ইচ্ছামত দু'আ করবে।”

দু'আটি নিম্নরূপ:-

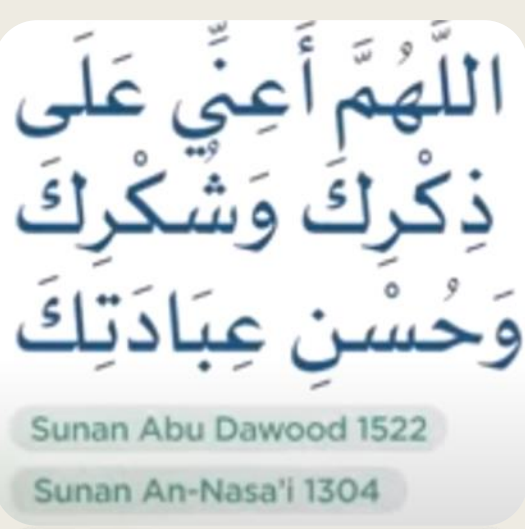
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَخْيَا وَ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ

উচ্চারণ:- আল্লা-হুমা ইনী আউযু বিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, অ আউযু বিকা মিন আযা-বিল কাবর, অআউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল-ল, অআউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহুয়া অ ফিতনাতিল মামা-ত।

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, কানা দাজ্জাল, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম, আহমাদ, মুসনাদ ২/২৩৫)



শেষ বৈঠক ও এখানে তাশাহুদ পড়া রুকন। দরুদে ইবরাহীম সুনাহ দু'আ মুস্তাহাব



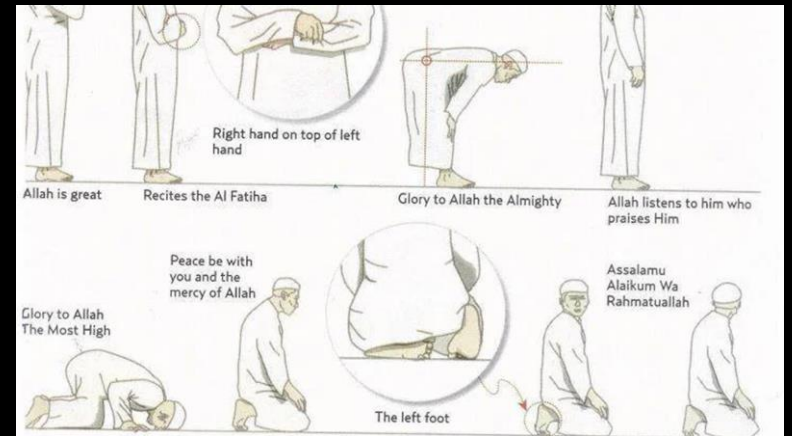
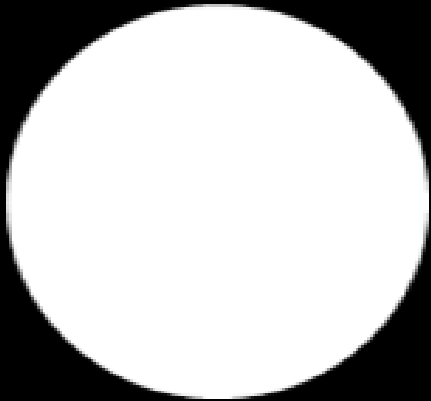
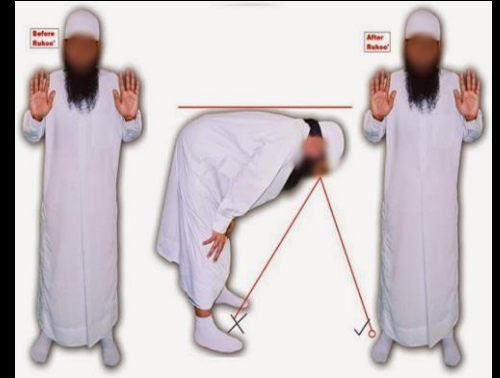
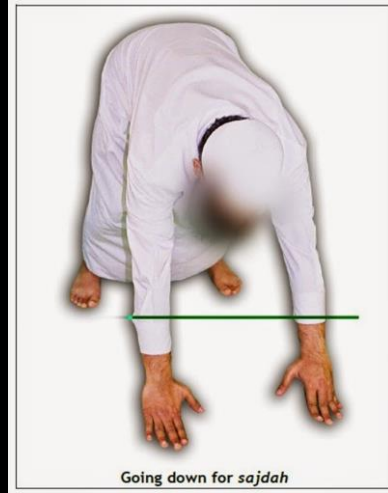
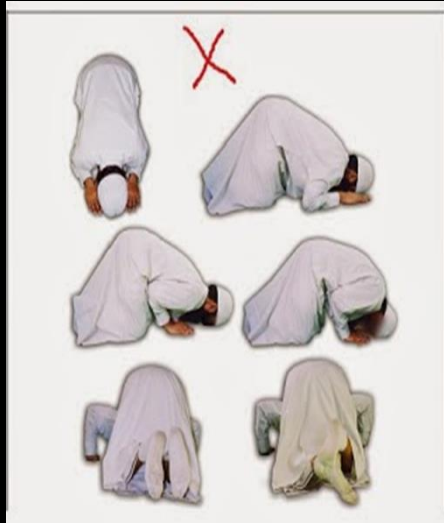
সালাম (রুকন)

“তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, (সালাম ফিরার সময়) হাত নিজ উরুর উপর রাখবে। অতঃপর ডাইনে ও বামে (উপবিষ্ট) ভাই-এর প্রতি সালাম দেবে।” (মুসলিম, সহীহ ৪৩১, আহমাদ, মুসনাদ, সিরাজ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ ৭৩৩ নং, ত্বাবারানীরানী, মু’জাম)

উক্ত হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জামাআতের নামাযে নামাযী সালাম দেয় পাশের নামাযীকে। কিন্তু একা নামাযে সালাম দেওয়া হয় ফিরিশ্তাকে। পরন্তু পাশের নামাযী সালাম ফিরলে তার জওয়াব দিতে হয় না। কারণ, সে সময় সকলেই একে অপরকে সালাম দিয়ে থাকে। অতএব জওয়াব থাকে তাতেই। (আলমুমতে’, শারহে ফিক্হ, ইবনে উযাইমীন ৩/২৮৮-২৮৯) যেরূপ সালাম ফেরার সময় হাতের ইশারা বৈধ নয়, তদ্রূপ বিধেয় নয় মাথা হিলানোও। (মুখালাফাত ফিত্বাহারাতি অসস্বালাহ্ ১৮৯পৃঃ)



সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করতে হবে। ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে হবে “আসসালা-মু আ‘লাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ’ এরপর বাম দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে হবে “আসসালা-মু আ‘লাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ’”। তিনি এতটা মুখ ফিরাতেন যে, (পেছন থেকে) তাঁর ডান গালের শুভ্রতা দেখা যেত। অতঃপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপ বলে সালাম ফিরতেন। আর এতেও তাঁর বাম গালের শুভ্রতা (পেছন থেকে) দেখা যেত। (মুসলিম, সহীহ ৫৮২, আব্দুদাউদ, সুনান ৯৯৬ নং, নাসাঈ, সুনান)



সালাত ভংগের কারন সমূহ

যে কাজ করলে সালাত ভঙ্গ হয়ে যায়। পরে এ সালাত আবার আদায় করতে হয়। আর তা হলো:



১. সালাতের শর্ত ভঙ্গকারী কোন কাজ করা। যেমন- পবিত্রতা নষ্ট হওয়া, সতর খুলে যাওয়া, সালাতে কিবলা পরিবর্তন করে ফেলা ইত্যাদি।
২. জেনে-শুনে স্বেচ্ছায় সালাতের কোন রুকন বা ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া।
৩. স্মরণ থাকা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা।
৪. পাশের মুসল্লী বা অন্য কেউ শুনতে পায় এমন আওয়াজ করে হাসি দেওয়া।
৫. ইচ্ছাকৃতভাবে কোনকিছু খাওয়া বা পান করা।
৬. বিনা কারণে বার বার নড়াচড়া করা।
৭. কোন রুকন বাদ দেওয়া।
৮. সালাতের কোন রুকন ইচ্ছাকৃতভাবে বৃদ্ধি করা।
৯. ইচ্ছা করে কোন রাকাআত অতিরিক্ত যোগ করা।
১০. ইচ্ছাকৃতভাবে ইমামের আগে মুক্তাদির সালাম ফেরানো।
১১. সালাতের ভেতরেই সালাত ভঙ্গ করার নিয়ত করা।

জাযাকু মুল্লাহি খাইরান



আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন

